بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৬ই মার্চ, ২০১৮

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের প্রধান, 'হিউমিনিটি ফার্স্ট'-এর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন এ বক্তব্য প্রদান করেছেন

"যারা প্রিয়জন হারিয়েছে, যাদের হৃদয় বেদনায় বিমূঢ় এবং যারা নীপিড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত তাদের কান্না ও কষ্ট দূর করার জন্য তাদের পাশে থাকুন"

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)

গত ৩রা মার্চ, ২০১৮ রোজ শনিবার, মানবকল্যাণমূলক সংস্থা 'হিউমিনিটি ফার্স্ট'-এর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিখিল বিশ্ব ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নেতা ও পঞ্চম খলিফা, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) মূল বক্তব্য প্রদান করেন।

লন্ডনে অবস্থিত বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ৩ দিনের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে ২৭টি দেশ থেকে আগত ২২০ জনের অধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

Registered Address: 22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

Press Secretary AMJ International

হুযুর (আই.) তাঁর বক্তব্যে 'হিউমিনিটি ফার্স্ট'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্থাৎ সকল প্রয়োজনে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার পাশে দাঁড়াবার এবং সবার জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করার কথা বলেন।

হুযুর বলেন, আজ মানবজাতির অবনতির কারনেই পুরো বিশ্ব জুড়ে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য বাড়ছে যার ফলশ্রুতিতে মানুষের দুঃখ কষ্ট ও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক স্থানে অস্থিরতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং দ্বন্দ্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশিরভাগ বিশৃঙ্খলা ও কষ্ট-ই মানবসৃষ্ট, যা কিনা মানুষের অন্যায় আচরণ এবং অবিচারের পরিনাম। যুদ্ধ আর সংঘাত বয়ে নিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর নৃশংসতা ও পাষবিকতা। আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মানবসমাজ ক্রমাগত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে"।

তিনি (আই.) আরো বলেন:

"সমগ্র পৃথিবীতে দেখা দেয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহিংসার আগুন আর অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞ ও নিদারুণ কষ্ট বয়ে নিয়ে আসছে। তাই নিঃসন্দেহে, আমরা বর্তমান যে পৃথিবীতে বাস করছি তা চরম অস্থির ও খুবই অশান্ত।"

হুযুর (আই.) বলেন, মানবতার দুঃখকষ্ট লাঘবে হিউমিনিটি ফার্স্টকে ত্রাণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন উচিত।

তিনি (আই.) বলেন,

"মানবজাতির দুঃখকষ্টের কারণ যাইহোক না কেনো, আমরা যদি প্রকৃত মুসলমান হবার দাবী করি, তবে আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সর্বাবস্থায় দুঃখ ও দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের পাশে থেকে তাদের কষ্ট লাঘবের আপ্রাণ চেষ্টা করা"।

হুযুর (আই.) বলেন, 'হিউমিনিটি ফার্স্ট'-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিৎ "মানবজাতির শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা উপশম করা"। তিনি 'মানবতার সেবাকে' ইসলামের একটি মৌলিক ও অন্তর্নিহিত বিশ্বাস হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মানুষ যেখানেই বৈষয়িক কষ্টে নিপতিত এবং যে কোনভাবে সুবিধাবঞ্চিত, হিউম্যানিটি ফার্স্টের উচিত তাদেরকে সাহায্য এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকা। পৃথিবীর যেখানেই হোক বা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, হিউম্যানিটি ফার্স্টের উচিত দারিদ্র এবং কষ্টে জর্জরিত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া। এটি হলো আপনাদের লক্ষ্য। এ হলো আপনাদের দায়িত্ব। আর এটিই আপনাদের বিশ্বাস"।

'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিঃস্বার্থভাবে মানবতার সেবা করার ইসলামী দায়িত্ব পালন করা। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন:

"নিশ্চিতভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিঃস্বার্থভাবে অপরের সেবা করা। আর এটিই সেই বৈশিষ্ট্য যা আপনাদেরকে অন্যান্য সংগঠনের চেয়ে স্বতন্ত্র করে কেননা আপনারা কেবল আপনাদের ভালো চরিত্র এবং জাগতিক দায়িত্বের কারণে হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে কাজ করছেন না বরং আপনাদের এই সেবা আপনাদের বিশ্বাস বা ধর্মের দাবি এবং আহ্বান।"

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বলেছেন:

"ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, কারো স্বীকৃতি বা পার্থিব পুরষ্কারের কোন বাসনা না করে আহতদের ক্ষত নিরাময় ও উদ্বিগ্নতা দূর করে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সমবেদনা প্রদর্শন করা। আর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কেউ যদি কষ্টে নিপতিত হয় বা নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হয়, তাহলে আপনাদের কর্তব্য নিঃস্বার্থভাবে তাদের সাহায্য এবং সমর্থন করা।"

সুবিধা বঞ্চিতদের জীবনধারার উন্নতি সাধন এবং এই নিমিত্তে তাদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রতি হুযুর (আই.) 'হিউমিনিটি ফার্স্ট'-এর সদস্যদের উদ্বাত্ত আহ্বান জানান।

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বলেছেন:

"আমাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সামর্থ্য প্রয়োগ করে দুর্দশাগ্রস্থ নিষ্পাপ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। যারা প্রিয়জন হারিয়েছে, ভগ্নহৃদয় নিয়ে আছে এবং অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের দুঃখ-বেদনা দূর করার জন্য আমাদেরকে তাদের পাশে থাকতে হবে। হতাশা গ্রস্থদের আশার আলোও আমাদেরকে দেখাতে হবে।"

হুযুর (আই.) বিশ্বব্যাপী 'হিউমিনিটি ফার্স্ট'-এর বিভিন্ন প্রকল্প অর্থাৎ হাসপাতাল, চিকিৎসা শিবির এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশুদ্ধ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

হুযুর (আই.) 'হিউমিনিটি ফার্স্ট'-এর উদ্যোগে গুয়াতেমালায় নির্মাণাধীন নাসির হাপাতাল এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যা অচিরেই মানব সেবার কাজ পরিচালনা শুরু করবে। হুযুর হিউমিনিটি ফার্স্টকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, এই হাসপাতাল যেনো মানব সেবার উদ্দেশ্য পুরণ করতে পারে এবং টেকসই প্রমাণিত হয়।

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বলেছেন:

"গুয়াতিমালাতে হিউমিনিটি ফার্স্ট যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে নির্মিত নাসির হাসপাতাল এর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিন্তু কখনই চিন্তা করবেন না যে, নির্মাণ সম্পন্ন হলেই আপনাদের কাজ শেষ। বরং আমাদের কাজ কেবল শুরু হল মাত্র। এখন আপনাদেরকে ডক্তার, নার্স ও অন্যান্য ষ্টাফদের নিয়ে এলাকার মানুষদের সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে, কোনভাবেই যেনো চিকিৎসা ব্যায়বহুল না হয় বরং এর মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানব সেবায় যেন এই হাসপাতাল সফল প্রমাণিত হয়।"

হুযুর (আই.) মানবতার গুরুত্ব উল্লেখ্য করে উপস্থিত সভ্যদের পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, আপনারা যতই যোগ্য কিংবা প্রতিভাবান হন না কেনো, 'হিউমিনিটি ফার্স্ট'-এর সাফল্য ব্যক্তি নির্ভর নয় বরং কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণের ওপর নির্ভরশীল। তিনি আরো বলেন, যারা 'হিউমিনিটি ফার্স্ট'-এর অধীনে সেবা করেন তারা সৌভাগ্যবান কারণ তারা ঈমানী দায়িত্বের প্রতিফলন ঘটাতে মানব সেবার সুযোগ পাচ্ছেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন,

"সর্বদা মনে রাখবেন, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আপনি মানব সেবার প্রত্যেকটি সুযোগ পাচ্ছেন, কেননা আপনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর শেখানো ইসলামের শিক্ষা মেনে চলেন।"

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন,

“প্রত্যেক আহমদী মুসলমান যারা হিউমিনিটি ফার্স্ট এ সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন, আপনাদের সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ, কেননা আপনারা মানবসেবার কল্যাণে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও পুরস্কার এর ভাগীদার হচ্ছেন।”

বক্তৃতার শেষদিকে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন,

“আমি দোয়া করি, হিউমিনিটি ফার্স্ট যেনো সমগ্র বিশ্বে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সর্বদা মানব সেবার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ্‌ আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন, এবং আপনাদেরকে গ্রহণীয় মানবসেবার তৌফিক দান করুন।”

পরিশেষে হুযুর (আই.) দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ইতি টানেন।